অলীক, বাবুন, দেবাশিস, দীপঙ্কর, ভাস্কর-
যাদের ছাড়া সব গল্পই অসম্পূর্ণ, সেই পঞ্চপাণ্ডবকে।

ভূমিকা

নানা স্বাদের একগুচ্ছ গল্প নিয়ে 'এলএফ বুকস ইন্ডিয়া' থেকে প্রকাশিত হচ্ছে আমার ছোটোগল্প সংকলন, 'গল্প এক ২০'। বিভিন্ন সময়ে ছোটো-বড়ো পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কুড়িটি গল্পকে এভাবে একই মলাটের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য, 'এলএফ বুকস ইন্ডিয়া' কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। প্রতিটি গল্প লেখার পিছনেই থাকে সেই গল্প গড়ে ওঠার আর একটি গল্প। আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকেই উঠে আসে সিংহভাগ গল্পের রসদ, কখনও কোনও বহুকাল আগের ঘটনাবলি, চরিত্ররা থেকে যায় অবচেতনে, হঠাৎ সে উঁকি দেয় মনের অন্তরমহল থেকে, তাতে কল্পনা মিশে জন্ম হয় গল্পের। আবার কখনও পথচলতি দৃশ্য, দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি, বন্ধুদের আড্ডা থেকে উঠে আসা সংলাপ, চির চেনা সেইসব ঘটনা প্রবাহের মধ্যে কিছু কিছু মুহূর্ত গভীর ছাপ ছেড়ে যায় জীবনে চলার পথে, তারাই গল্পের আত্মা হয়ে ওঠে।

সাম্প্রতিক অতীতে ঘটে যাওয়া অতিমারি আমাদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে, স্বভাবতই এই গল্প সংকলনেও উঠে এসেছে অতিমারির সময়ের প্রেম এবং জীবিকা হারানোর যন্ত্রণা আবার সেই যন্ত্রণা উপেক্ষা করে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। শুধু অতিমারি তো নয়, আধুনিক প্রযুক্তি, শিল্পে মন্দা কেড়ে নিয়েছে মানুষের রুটি রুজি, মানুষ সেই প্রতিকূলতা অতিক্রম করেও বাঁচার জন্য লড়াই করছে। অসম সেই লড়াইয়ে কখনও সে বিচ্যুতির পথেও পা বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে। কখনও একজন সাধারণ মানুষও তার হতাশা, অপমানের নিত্য রোজনামচা, এমনকি শারীরিক খর্বতা ঝেড়ে ফেলে আকাশের উচ্চতা ছুঁয়ে ফেলে, কখনও লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্মানের শিখরে অবস্থানকারী মানুষেরও

অসহায়কে আর্থিক-মানসিক শোষণ এমনভাবে মজ্জাগত হয়ে যায়, সেই অপরাধ তার গোচরেই আসে না, প্রদীপের নীচেই থেকে যায় অন্ধকার। প্রেমিক স্বামী, দায়িত্বশীল পিতা, জীবনের জটিল আবর্তে পরিণত হয় ঠগবাজে। কখনও আশ্রিত নিজেও আশ্রয়দাতার আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে।

তথাকথিত নিষিদ্ধ প্রেম, লোভ, দ্বিচারিতা ইত্যাদি নানা রসের এক কুড়ি গল্পের এই সমাহার পাঠককুলের চিন্তা তরঙ্গে যদি সামান্য ঢেউ তুলতেও সক্ষম হয় তবেই এই প্রয়াস সার্থক হবে।

সোদপুর
১৫.০১.২০২৫

পরমার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

স্মাইলস পার মাইল	১১
টিকিট	২১
স্বর্ণচাঁপা	২৯
জামরুল ফুলের গন্ধ	৩৭
প্লট	৪৩
লং ড্রাইভ	৪৯
বিষ্টুপদর চিন্তা	৫৫
ভবতোষবাবুর ভয়	৫৯
নাটা	৬৫
অভয়ারণ্য	৬৭
প্রদীপের নীচে	৭৫
মা	৭৯
লোভ	৮৭
অমলকান্তি	৯১
ভুবন	৯৭
বভ্রুবাহন	১০৫
আশ্রয়	১১৩
ঠগবাজ	১২৩
বলি	১৩৩
বনানীর মায়ের প্রেমিক	১৪১

গল্প এক ২০

স্মাইলস পার মাইল

রমাপদ খবরের কাগজটা ভাঁজ করলেন, জানেন আবার একটু বাদেই খুলে বসতে হবে। চা-ওয়ালাটা বার বার ঘুর ঘুর করছে, ভাবলেন একটা লাল চা খেয়েই নেবেন, পকেটে হাত দিয়েও হাত সরিয়ে নিলেন, ব্যাগ থেকে জল বার করে এক ঢোক খেলেন, এদিক-ওদিক তাকালেন, খাবারের দোকানগুলো আস্তে আস্তে খুলছে, নন্দন চত্বর সকাল সাড়ে দশটায় এখনও আড়মোড়া ভাঙছে।

কয়েক জোড়া ছেলে মেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এদিক-ওদিক বসে আছে, আর দু'-একজন তার মতো বেকার লোক। টিকিট কাউন্টারের দিক থেকে একটু ঝুঁকে হাঁটতে হাঁটতে আসছে যে লম্বা লোকটা, ও এসেই একটা গাছতলায় বসে ঘুমিয়ে পড়বে, বিকেল অবধি সময় কাটানোটা ওর কাছে কোনও ব্যাপার নয়, লোকটাকে কখনও চা বা সিগারেটও খেতে দেখেননি রমাপদ। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে একই ভাবে ঝুঁকে ঝুঁকে হেঁটে বেরিয়ে যাবে। অর্কিড ঘরের সামনে বসে যে বছর তিরিশেক বয়সের অথচ টাক মাথা লোকটা সমানে ফোনে কথা বলে যায় তা আদতে লোক দেখানো ছাড়া কিছু নয় তা রমাপদ বেশ বুঝতে পারেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতিদিন একটা লোকের ফোনে কী কথা থাকবে!

রেলিঙের ধার ঘেঁষে মাঝ বয়সি যে ফরসা লোকটা অ্যাটাচির উপর কতকগুলো কাগজ বিছিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু দেখছে আর মাঝে মাঝে ফোনের ক্যালকুলেটরে হিসেব করছে, দুপুর অবধি এই করে যাবে, তারপর উঠে গিয়ে বোধহয় কোথাও কিছু খেয়ে আসে। ফিরে এসে যে জায়গা পায়, বিকেলে রমাপদ বেরিয়ে যাওয়া অবধি সেখানে বসে হিসেব করে যেতে থাকে আর গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়তে থাকে। রমাপদ আবার খবরের কাগজের ভাঁজ খোলেন, আজ দেড় মাস হয়ে গেল তার চাকরি নেই, বাড়িতে বউ

ছেলেকে কিছু বলেননি, ওদের মানসিক চাপ বাড়িয়ে কী লাভ! ছেলে শুভদীপ সবে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে, রমাপদর বউ সুদীপার উচ্চ রক্ত চাপের সমস্যা আছে, ওষুধ খেতে হয়, রমাপদর চাকরি নেই শুনলে সে স্বস্তিতে থাকবে না, রমাপদ তাই অফিস টাইমে আগের মতো সেজে গুজে ব্যাগে টিফিন গুছিয়ে বেরিয়ে পড়েন, এখন খবরের কাগজটা সঙ্গে নেন, ওটা পড়লে সময় কাটে কতটা জানেন না, তবে একটা আড়াল হয়, সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকেন যদি চেনা কেউ দেখে ফেলে। রমাপদ এমনিতেই এই চত্বরে নিয়মিত আসতেন। আকাদেমিতে, রবীন্দ্রসদনে নাটক দেখার নেশায়, নন্দনে সিনেমা দেখতে। এখন শনিবার দুপুরের শোতে নাটকটা দেখছেন, শনিবার সময়টা তাই কিছুটা কাটে, তবে কতদিন দেখতে পারবেন তা জানেন না, সঞ্চয় ভাঙিয়ে সংসার চালাচ্ছেন, ওই পয়সাটাও দু'দিন বাদে বাঁচাতে হবে। গত রোববারে মাছ কেনেননি, সুদীপাকে বলেছেন ভালো মাছ পাননি, তাই ডিম দিয়ে এই সপ্তাহটা চালিয়ে নিতে, একদিন চিকেন অল্প হলেও নিয়ে যেতে হবে, তার ছেলে ভালোবাসে।

ঢাকুরিয়া থেকে ট্রেনে শিয়ালদহ নেমে বাস ধরে এখানে চলে আসেন রমাপদ, সারাদিন কোথায় ঘুরবেন! এইখানে যাইহোক ঢুকতে পয়সা লাগে না, সারাদিন বসে থাকলেও কেউ কিছু বলার নেই। ক'দিনেই টের পেয়েছেন তিনি একা নন, নন্দন চত্বরে এরকম সময় কাটাতে বেশ কয়েকজন চাকরি হারা মানুষ আসেন আর এদের সবার সমস্যা সময় কাটানো এবং এরা নিজেকে সবাই ব্যস্ত দেখাতে ব্যস্ত, কে আর নিজের করুণ অবস্থা লোককে জানান দিতে চায়? তাদের মতো ক'জন ছাড়া অন্যরা তো আর রোজ আসে না, তাই প্রতিদিন এরা অন্যদের চোখে ধুলো দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখার অভিনয় করে যায়। ঘড়ির কাঁটা যে এত আস্তে চলে তা রমাপদর আগে জানা ছিল না, সকাল সাড়ে এগারোটার পর থেকেই সময় আর নড়তে চায় না, অথচ একসময় রমাপদ অফিসে নিঃশ্বাস ফেলার সময় পেতেন না, কখন টিফিন হত আর কখন ছুটির সময় হয়ে যেত টের পেতেন না। সিংহানিয়া ট্র্যাভেলস-এর বাস হোক, ট্রেন হোক বা প্লেন, টিকিট বুকিং-এর ব্যাপারটা তিনিই পুরো দেখতেন, অনলাইন বুকিং এসে রমাপদর কদর কমলো, ব্যস্ততা ক্রমশ কমতে কমতে শেষে চাকরিটাই গেল।

রমেশ সিংহানিয়া দু'মাসের মাইনে অগ্রিম ধরিয়ে দিয়ে বলে দিল, "রমাপদবাবু আমার খুব খারাপ লাগছে, আপনি কাজের লোক আছেন আর

আমাদের সাথে বিশ বচ্ছর কাজ করছেন, কিন্তু আমি কী করতে পারি? ব্যবসা না থাকলে কাউকে বসিয়ে পয়সা দিতে পারি না। কয়েকটা নতুন জায়গায় কিছুদিন বাদে আমাদের ট্যুর প্রোগ্রাম শুরু করব ভেবেছি, যেমন ধরুন চায়না। আমরা খালি এশিয়ার মধ্যে ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া করছি, তাই চায়নাটা শুরু হলেই ট্যুর অপারেটরের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আমি আপনাকে সবার আগে ফোন করব, আপনিও মাঝে মাঝে খবর নেবেন, এ দিকে এলে ঘুরে যাবেন।" রমাপদ জানেন এ সব কথার কথা, তার মতো পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই লোককে সিংহানিয়া, ট্যুর অপারেটরের দৌড় ঝাঁপের কাজ দেবে না, ও জায়গায় চাই ইয়ং হ্যান্ডসাম যুবকদের, তাই শুধু শুধু এদের পিছনে ঘুরে লাভ নেই। সেই থেকে রমাপদ, পার্ক সার্কাসে সিংহানিয়ার অফিস মুখো হননি। অন্যান্য ট্র্যাভেল এজেন্সিতে খোঁজ নিয়েছেন, সুবিধে করতে পারেননি। তার প্রভিডেন্ট ফান্ড, মেডিক্যাল ফেসিলিটি কিছুই নেই, বেশিরভাগ প্রাইভেট কোম্পানি, কর্মচারীদের উপর এই শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে, কেউ দেখবার নেই, এইসব ছোটোখাটো কোম্পানিতে ইউনিয়ন গড়ে ওঠার মতো কর্মী সংখ্যাই নেই। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এদের নিয়ে মাথা ঘামান না।

দুই

রমাপদ, খবরের কাগজ থেকে মুখ সরাতেই দেখতে পেল শুভদীপ। বাবা তাকে দেখেনি, ব্যাগ থেকে জলের বোতল বার করে গলায় জল ঢালছে, শুভদীপ চট করে গাছের পিছনে চলে গেল, এইখান থেকে বাবাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মণিদীপা বারোটার সময় নন্দনের সামনে আসতে বলেছে, টেনশনের চোটে পাক্কা এক ঘণ্টা আগে এসে গিয়েছে সে, যদি পাছে দেরি হয়ে যায়। কিন্তু, বাবার তো এখন অফিসে থাকার কথা, তবে? কত কী তো শোনা যায়, বাবা সেরকম কোনও মহিলার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি তো? বাল্য প্রেমিকা নাকি? শুভদীপ নিজের মনে হেসে ফেলল, ধুর কী যে ভাবছে! তার থেকে বাবাকে একটা ফোন করা যাক। শুভদীপ মোবাইল বার করে রমাপদর নাম্বার ডায়াল করে, ও দেখতে পায় রমাপদ ফোনটা হাতে নিয়েও প্রথমে ধরল না, কয়েকবার রিং হবার পর বলল, "হ্যাঁ, বল।"

শুভদীপ বলল, "তুমি কি ব্যস্ত ছিলে?"

রমাপদ বলল, "হ্যাঁ অফিসে তো একটু ব্যস্ত থাকি। কেন কী হয়েছে?"

কী বলবে প্রথমে শুভর মাথায় এল না, তারপর বলল, "কালকে তোমায় বলেছিলাম আজ ফেরার সময় চিকেন আনতে, ওটা আনতে হবে না, আমার রাতে একটা নেমন্তন্ন আছে, খেয়ে ফিরব। পরে একদিন এনো।" বলেই ফোনটা কেটে দিল, বুঝল এটা বলার জন্য বাবার অফিসে ফোন করা ভীষণ বোকা বোকা ব্যাপার। চিকেন তো ফ্রিজেও থাকতে পারত। তবে বাবা একটু ঢিলেঢালা লোক, মনে হয় না এত খেয়াল করবে। কিন্তু বাবা এখানে কী করছে! অফিস যায়নি, সেটা লুকোল কেন! বাবার কি চাকরিটা নেই? মণিদীপা বাবাকে ঠিক চেনে না, ফেসবুকে ছবি দেখেছে বড়োজোর, তবু এখানে মণিদীপাকে নিয়ে বসা যাবে না, নন্দনে সিনেমা দেখে কাজ নেই। শুভদীপ মণিদীপাকে ফোন করে আকাদেমির সামনে আসতে বলে দিল।

তিন

সুদীপা লাউ এর খোসাগুলো দিয়ে ছেঁচকি করল, কাল পটলের খোসা বাটা করেছিল, যতটা সাশ্রয় হয়। রমাপদ এ সব ভালোইবাসে, ছেলেটা মুখে তুলতে চায় না। ওর চাই ডাল, আলুভাজা আর ডিমের ডালনা। সপ্তাহে দু'-একদিন চিকেন, কিন্তু কাল নিঃশব্দে পটলের খোসা বাটা খেয়ে নিল। ও কি কিছু আন্দাজ করতে পেরেছে? এক সপ্তাহ হল সুদীপা জানতে পেরেছে রমাপদর চাকরি নেই, রমাপদকে এই নিয়ে একটাও প্রশ্ন করেনি, মানুষটা কী মারাত্মক চাপের থেকে বাড়িতে খবরটা লুকিয়ে রেখেছে সেটা সুদীপা বুঝতে পেরেছে। সেদিন রমাপদর বন্ধু শুভেন যখন ফোন করল, তখন রমাপদ বাথরুমে, সুদীপাই ফোনটা ধরেছিল, শুভেন মানুষ ভালো, দোষের মধ্যে ভীষণ কথা বলে, ফোন ধরতেই কোথায় কোথায় রমাপদর কাজের জন্য চেষ্টা করছে তার লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে বলল, খুব শিগগির কিছু একটা হয়ে যাবে। সুদীপা, শুভেনকে বলল, "ফোনটা আমি ধরেছিলাম শুভেনদা, আমার গলা কি আপনার বন্ধুর মতো হয়ে গেছে নাকি?"

শুভেন বলল, "সর্বনাশ! ইডিয়টটা ফোন বাড়িতে ফেলে বেরিয়ে গেছে বুঝি! আমি তো ভাবছি ওর যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে, আর আমিই তো কথা বলে যাই সাধারণত, তাই হ্যালোটা তুমি বলেছ সেটা খেয়াল করিনি, আসলে শোনার ধৈর্য তো আমার নেই।"

সুদীপা বলল, "আজ সকালে আপনার বন্ধু শরীরটা খারাপ লাগছে বলে

বেরোয়নি, চাকরি নেই তো এইমাত্র জানলাম, বুঝতে পারছি একটা লোক রাস্তায় রাস্তায় কত আর ঘুরতে পারে। তা আপনার বন্ধুকে বলুন বাড়িতেই থাকুক, রাস্তায় ঘুরলে তো কাজ জুটবে না, বয়স তো হল, এখন এই হয়রানি কেন?"

শুভেন বলল, "খবরদার, তুমি রমাপদকে কিছু বলবে না, ও আর আমার মুখ দেখবে না তা হলে। পইপই করে তোমাকে বলতে নিষেধ করেছে, তোমার প্রেশার বেড়ে যাবে ভয়ে ও নন্দনে গিয়ে সকাল থেকে বসে থাকে। দেখো রমাপদ কাজের লোক, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই, তুমি এ সব আলোচনা ওর সঙ্গে করে বেচারার চাপ বাড়িয়ো না। কী করবে, প্রাইভেট ফার্মে কাজ করবার এই জ্বালা, চাকরির নিশ্চয়তা নেই।"

সেই থেকে সুদীপা সাশ্রয় করছে, ঠিকে ঝি-টা এমনিতেই খুব কামাই করে, সুদীপাদের ফ্ল্যাটে শুধু ওর এই একটাই কাজ বলে নাকি পোষায় না। ওকে বলে দিয়েছে সামনের মাস থেকে আসতে হবে না। ইস্ত্রির জামা কাপড়ও আর লন্ড্রিতে পাঠাবে না, নিজেই ঘরে করে নেবে, রাতের রুটিটা আগে শুভ গিয়ে দোকান থেকে কিনে আনত, সেটাও বারণ করে দিয়েছে।

চার

বাবাকে সেদিন নন্দনে দেখেছে, সে কথা মাকে বলেনি শুভ, পরে একদিন সিংহানিয়া ট্র্যাভেলসের ল্যান্ড লাইনে ফোন করে রমাপদ মুখার্জিকে চাইতে, রিসেপশনিস্ট জানিয়ে দিল রমাপদ মুখার্জি প্রায় মাস দুয়েক কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। সবটাই বুঝল শুভদীপ, সে বুদ্ধিমান ছেলে। আজকেই ইকোনমিক্স কোচিং-এ ওর শেষ দিন, মণিদীপাকে বলে দেবে কোচিং ক্লাসে আর দেখা হবে না। বাড়িতে বলবে ওখানে ভালো পড়াচ্ছে না, গিয়ে লাভ নেই, যদিও জানে এই কোচিং ওর জন্য কতটা জরুরি, কিন্তু অনেকগুলো টাকা খরচার থেকে বাবাকে অব্যাহতি দিতে চায় শুভ, মণিদীপার থেকে নোটস নিয়ে চালিয়ে নেবে। শুভদীপ লক্ষ করেছে তার খেলা পাগল বাবা, আজকাল আর খেলা নিয়ে তত মাতামাতি করে না, অফিস থেকে এসেই যেমন খেলার চ্যানেল সার্ফ করতে বসে পড়ত, সেটা আর ইদানীং করে না। শুভ দেখলে তবেই সঙ্গে একটু দেখে, বা স্কোরটা জেনে নেয়, আগের মতো উৎসাহ নেই।

করবে না করবে না করেও শেষ অবধি লাহিড়ি কাকুকে মেইলটা করল শুভ, গত বছর যখন কাকু দেশে ফিরেছিল, তখন শুভদের বাড়িতে আড্ডা দিতে এসে বাবাকে বলেছিল, "রমা, চল দুজনে মিলে কিছু একটা করি, বিদেশ বিঁভুইতে পড়ে থাকতে আজকাল আর মন চায় না, বয়স বাড়ছে, আর আমি পঁচিশ বছর আমেরিকায় থেকেও আমেরিকান হতে পারিনি, একটা ট্র্যাভেল এজেন্সি খুলি চল, এই লাইন তো তোর নখদর্পণে।" তারপর পানভোজন শুরু হতেই যা হয়, ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু শুভর মনের কোণে কথাগুলো কোথাও থেকে গিয়েছিল, পরিস্থিতি সেটাকে টেনে বার করে এনেছে। লাহিড়ি কাকু মানে শুভর বাবার বাল্যবন্ধু সন্দীপ লাহিড়ি থাকে আমেরিকার ফ্লোরিডায়, কিন্তু পঁচিশ বছর আমেরিকায় থেকেও গা থেকে গড়িয়াহাটের গন্ধ যায়নি। প্রতিবছর নিয়ম করে একবার দেশে আসবেই। কোনও বছর কাকিমা আর দুই মেয়েকে নিয়ে, কোনও বছর ওদের সময় না হলে একা। তাই শুভ মেইলে লাহিড়ি কাকুকে তার দেওয়া প্রস্তাবটা মনে করিয়ে দিয়ে লিখেছে, "কাকু তুমি কি সত্যিই এরকম কিছু করতে উৎসাহী?" বাবার চাকরি যাওয়ার ব্যাপারটা যদিও মেইলে উল্লেখ করেনি।

পাঁচ

সন্দীপের ফোনটা এল রাত ন'টা নাগাদ, তখন আমেরিকায় মোটামুটি সকাল এগারোটা বাজে। শুভ ফোনটা ধরতেই সন্দীপ বলল, "তোর কাকু বাজে কথা বলে না, কোম্পানির নাম ঠিক করে আমাকে জানা, রমার সঙ্গে কথা বলে এখনই কোম্পানি ফর্ম করার কাজ শুরু করে দিচ্ছি।"

শুভ বলল, "কাকু একটা কথা হল যে বাবার সঙ্গে এই বিষয়ে আমি কোনও কথা বলিনি, তুমি বাবাকে সামলাবে, আমি তোমাকে এর বেশি কিছু এখন বলতে পারছি না, তুমি যখন চার মাস বাদে পুজোর সময় কলকাতায় আসবে, তখন বলব। আর কোম্পানির নাম আমার ভাবা হয়ে গেছে, 'স্মাইলস পার মাইল'।"

সন্দীপ নামটা শুনেই হইহই করে উঠল, "জিতে রহো বাচ্চা। তোকেও একদিন আমাদের কোম্পানিতে ডিরেক্টর বানাব, কিন্তু আগে লেখাপড়াটা শেষ কর। তোর এই প্ল্যানটা সুদীপাও জানে না মনে হচ্ছে?"

শুভ বলল, "না জানে না, তোমার সবুজ সংকেত না পেলে জানাব না

ঠিক করেছিলাম।"

সন্দীপ বলল, "সব আমার ওপর ছেড়ে দে, রমা আর সুদীপার সঙ্গে আমি কথা বলে নিচ্ছি, আমার হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে, ওর একতলাতে, 'স্মাইলস পার মাইল'-এর অফিস দিব্যি চালু করা যাবে। রমার এই লাইনে যা চেনাশোনা আছে তাতে ব্যবসা পাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। কোম্পানি ফর্ম হলেই আমি ফান্ড ট্র্যান্সফারের বন্দোবস্ত করছি, কাকে কাকে রিক্রুট করতে হবে তা রমাই ভালো বুঝবে। দুর্গা পুজোর আগেই কোম্পানি অপারেশন শুরু করে দিক। তবে তোর প্রস্তাবে কোথাও যেন একটা রহস্য আছে আর সেটা অজানা বলেই আমাকে বেশি টানছে, নে তোর বাবাকে ফোনটা দে।"

শুভর মন বলল, ইকনমিক্স কোচিংটা বেঁচে যাবে।

ছয়

সুদীপাই অফিস সাজানোর দায়িত্ব নিয়েছে, ওকে এত খুশি হতে বহুদিন দেখেননি রমাপদ। সন্দীপের ফোনটা আসার পর থেকে কয়েকটা দিন ঝড়ের মতো কেটে গিয়েছে রমাপদর, কোম্পানি ফর্ম করবার আইনগত দিকগুলো সামলাতে প্রচুর দৌড়েছেন।

নন্দন চত্বরে যাওয়ার সময় হয়নি, প্রয়োজনও হয়নি, আজ যাবেন, তাই সুদীপাকে বললেন, "অফিসে যাচ্ছি, কাজ ছাড়ছি সেটা মি. সিংহানিয়াকে বলে আসা দরকার।" সুদীপা হেসে সম্মতি দিল। শুভর সঙ্গে তার সব কথাই হয়েছে, তারা রমাপদকে বিব্রত করতে চায় না।

নিজে যে কখনও ট্র্যাভেল এজেন্সি খোলার কথা ভাবেননি, তা নয়, যেসব মানুষ বছরের পর বছর তার মাধ্যমে বেড়াতে যাওয়ার টিকিট কেটেছেন, এখন অনলাইনের দাপটে তারা নিজেরা টিকিট কেটে নিলেও রমাপদর সঙ্গে হৃদ্যতা কমেনি, স্যোশাল মিডিয়ার দৌলতে নিয়মিত যোগাযোগ আছে, রমাপদর ট্র্যাভেল এজেন্সির সঙ্গে এদের অনেকেই বেড়াতে যেতে আপত্তি করবে না।

কিন্তু অনেক টাকার ইনভেস্টমেন্ট বলে সাহস পাননি। সন্দীপের প্রস্তাবটা কী কাকতালীয়! যখন ধীরে ধীরে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় মেঘ না চাইতেই জল। শুভেন, রমাপদর পাড়ার বন্ধু আর সন্দীপ স্কুলের,

দুজনের কোনও যোগাযোগ নেই, নয়তো ভাবতেন শুভেন, সন্দীপকে তার চাকরি না থাকার কথা বলে কলকাঠি নেড়েছে।

নন্দন চত্বরে ঢুকে জায়গা খুঁজে বসে স্বস্তি পেলেন রমাপদ, ফরসা লোকটা অ্যাটাচির উপর কাগজ বিছিয়ে হিসাব শুরু করে দিয়েছে। ও কি অ্যাকাউন্স ডিপার্টমেন্টে ছিল? ওই তো লম্বা লোকটা ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছে, ওর ঘুমিয়ে থাকার ভান করবার আজই শেষ দিন। টাক মাথাও এসে পড়েছে, ও ট্যুর অপারেটরের কাজ দিব্যি সামলাতে পারবে, কথা বলতে ওস্তাদ। লম্বা লোকটাকে ওর সঙ্গে জুড়ে দেবেন। শুভ কোম্পানির নামটা জব্বর দিয়েছে। 'স্মাইলস পার মাইল', তার কাস্টমারদের সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্কিং পার্টনারদেরও মুখে হাসি ফোটাবে, এখানে কর্মচারী বলে কেউ থাকবে না, সবাইকে নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এইসব লোকেদের রমাপদ এখনই অনেক টাকা দিতে পারবেন না, পারবেন কাজ হারানোর যন্ত্রণায় নিজেকে নিজের থেকে লুকিয়ে রাখার অক্ষম প্রচেষ্টা থেকে মুক্তি দিতে, এরা সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরনোর মানে খুঁজে পাবে, জীবনেরও। রমাপদ উঠে পড়লেন, তার নিজের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে স্মাইলস পার মাইলের যাত্রা শুরু হবে।

'নবকল্লোল' দীপাবলি সংখ্যা। অক্টোবর, ২০২১